করে যারা দুটি সমান্তরাল ব্যবস্থাকে কৃত্রিম ভাবে মেলাতে চান তাঁরা জাতিকে ধাপ্পা দিতে চান – এতে কোন সন্দেহ নেই।

১৩। এই পরিবর্তন আনয়নের ফলে যে বিপুল ব্যয় হবে সেটার যোগান দেবে কে ? নতুন করে আবার বই লিখতে হবে, শিকক্ষকদের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে হবে। কিন্তু এটি করব কেন, কোন অজুহাতে। সরকার যে যুক্তিগুলো দাঁড় করিয়েছেন সেগুলো কুযুক্তি মাত্র।

আসুন আমরা সবাই মিলে সরকারের এই প্রতারণার বিরুদেধ সোচ্চার প্রতিরোধ গড়ে তুলি।

সংযেজিত টীকা

সর্বজনীন, বৈষম্যহীন, সেক্যুলার, বিজ্ঞানভিত্তিক ও একমুখী শিক্ষা

শিক্ষা আন্দোলন মঞ্চের মূল শ্লোগান হল ঃ সর্বজনীন, বৈষম্যহীন, সেক্যুলার, বিজ্ঞানভিত্তিক ও একমুখী শিক্ষা

সর্বজনীন বলতে আমরা কী বুঝাতে চাই ? ইংরেজী ' Universal ' এই প্রতিশব্দটির সাথে আমরা পরিচিত– এই অর্থেই আসরা সর্বজনীন বা বিশ্বজনীন শব্দটি ব্যবহার করেছি। আমাদের কাঙ্খিত শিক্ষা ব্যবস্থা সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকেবে – ধর্ম, বর্ণ, গাতি, সম্প্রদায়, লিঙ্গ, আর্থসামাজিক অবস্থান ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে। সার্বজনীনতা শুধু দেশের সীমার মধ্যে আবদ্ধ নয়, যে কোন দেশের নাগরিক আমাদের দেশের শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। শুধু অবস্থান ভেদ নয়, বিশ্বের সকল জ্ঞান ও শৃঙ্খলা আমাদের শিক্ষা কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হবে। এই ধারণাগুলোকেই আমরা সংজ্ঞায়িত করেছি 'সর্বজনীন' শব্দটি দিয়ে।

বৈষম্যহীন বলতে কী বুঝাতে চাই। একথা দিয়ে অমারা অমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিদ্যমান নানা ধরণের বৈষম্যকে দূর করে একটি সুষম শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তনের কথা বলতে চাই। বৈষম্য নানা স্তরে – প্রথমতঃ দেশে আবহমান কাল থেকে নানা বৈচিত্রময়, এমন কি পরস্পর বিরোধী, শিক্ষা ব্যবস্থা পাশাপাশি চলে আসছে– একটির সাথে অন্যটির সম্পর্কহীনতা সাথে নিয়ে। ফলে মনে মানসিকতায়, লব্ধ শিক্ষার গুণগত মানে, চিন্তা ও বিশ্লেষণ ক্ষমতায়, সমাজ ও দেশের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীতে পৃথক ও স্বতন্দ্র জলরূদ্ধ কক্ষে (water tight comartment) আমাদের তথাকথিত শিক্ষিত মানুষ অবরূদ্ধ। এক শ্রেনীর মানুষের সাথে অন্য শ্রেনীর মানুষের মধ্যে নেই আন্তর্সম্পর্ক এবং ফলে ঘটছে না মিথষ্ক্রিয়া যা উন্নত সমাজ গঠনের আবশ্যিক শর্ত। এ কারণে মাদ্রাসা পদ্ধতি থেকে আগত আলেমের সাথে এ লেভেল পাশ চৌকষ তরুণের মধ্যে জীবন দর্শনে সৃষ্টি হচ্ছে আকাশ সম পার্থক্য। বৈষম্য রয়েছে নারী-পুরুষের সুবিধা লাভে, গ্রামে-শহরে, ধনী দরিদ্রের অবস্থান গত কারণে ...। আমাদের প্রস্তাবিত শিক্ষা অবকাঠামোয় গ্রামে শহরে, সামাজিক উঁচু-নীচুতে, ধর্মে-ধর্মে, শেনীতে শ্রেনীতে কোন বৈষম্য রচনা করবে না। অজ পাড়াগাঁ অথবা ঝোপ-কুঠুরিতে বাসকারী সকলের কাছে শিক্ষা সুবিধা পৌছেঁ দেবার প্রতিজ্ঞা যে শিক্ষা পদ্ধতিতে, তাকেই আমরা বলব বৈষম্যহীন শিক্ষা। বিভেদহীন একটি মাত্র শিক্ষা ব্যবস্থাকেই আমরা বলতে চাই বৈষম্যহীন শিক্ষা ব্যবস্থা। এক কথায় সর্বজনীনতা যে ব্যবস্থা ধারণ করবে, রক্ষা করবে একেই বলা যেতে পারে বৈষম্যহীন - যা একজন মানুষ তৈরী করবে, কেবলএকজন সৎ হিন্দু বা ধর্মনিষ্ঠ মুসলমান বা খ্রীস্টভক্ত নাগরিক তৈরী করবে না।